যুগান্তর

তারিখ ... 18 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... ১ ...

সামান্য ভুল!

কর্তৃপক্ষ এবং ডাক বিভাগের 'সামান্য ভুলের' কারণে এক-তৃতীয়াংশ চাকুরিপ্রার্থী ইন্টারভিউ কার্ড পায় নাই। ফলে যোগ্যতা প্রমাণের লিখিত পরীক্ষায় অংশ লইতে উপারণ হওয়ায় তাহাদের চাকুরি পাইবার আশা হাওয়ায় মিলাইয়া গেল। ঘটনাটি ঘটিয়াছে বান্দরবানে। সহযোগী দৈনিকের খবরে প্রকাশ, বান্দরবান জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৬টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পাইবার জন্য ৫৫২ জন প্রার্থী আবেদন জানাইয়াছিলেন। তাহাদের সকলের নামে ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হইয়াছিল। কিন্তু ইস্যুকৃত কার্ড ১৪৬ জন প্রার্থীর নিকট পৌঁছায় নাই। ফলে তাঁহারা ইন্টারভিউ প্রদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই ১৪৬ জন ছাড়া আরও কয়েকজন ইন্টারভিউ কার্ড না পাইলেও জেলা শিক্ষা অফিসে দৌড়ঝাঁপ করিয়া ডুপ্লিকেট ইন্টারভিউ কার্ড সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা ইন্টারভিউ দিতে পারিয়াছেন কিন্তু জেলা শিক্ষা অফিস এবং ডাক বিভাগের গাফিলতির ফলে যাহারা ইন্টারভিউ দিতে পারিলেন না তাহাদের কথা ভাবিবার সময় ও মানসিকতা সংশ্লিষ্ট কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশে বেকারত্ব অত্যন্ত প্রকট। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িবার পরিবর্তে দিন দিন সংকুচিত হইতে থাকায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে। তাই কোথাও শূন্য পদে লোক নিয়োগের খবর প্রকাশিত হইলে প্রার্থীর ঢল নামে। আলোচ্য ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ পাহাড়ি এলাকার প্রাইমারি স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসাবে পোস্টিং পাইবার লক্ষ্যে ৫৬টি পদের জন্য ৫৫২টি দরখাস্ত পড়িয়াছিল। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় দরখাস্তকারীদের মধ্য হইতে প্রায় ৫০০ জন শেষ পর্যন্ত বাদ পড়িবার কথা। যাহারা ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ পান নাই তাহারা হয়তো ইন্টারভিউ প্রদানের পর বাতিল বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু দরখাস্ত করা সত্ত্বেও একজন প্রার্থী তাহার যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাইবেন না, ইহা কেমন কথা? সরকারি কাজকর্মে অবহেলা যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এই ঘটনা তাহার একটি নমুনা মাত্র। যাহারা সরকারি কাজে আরও বড় ধরনের গাফিলতির সহিত পরিচিত তাহারা এই ঘটনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু ইহার ফলে যাহাদের জীবনে বিষাদের কালো ছায়া নামিয়া আসিল, যাহাদের মানবাধিকার সুস্পষ্টভাবে লংঘিত হইল, তাহাদের ক্ষতি পোষাইবার উপায় কী! একজনের ছোট ভুল অন্যের জন্য চরম সর্বনাশ ডাকিয়া আনে এমন উদাহরণ বিরল নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাহা নিশ্চিত করা হইলেও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ হইবে না। তাই কর্তৃপক্ষ ও ডাক বিভাগের যৌথ গাফিলতির কারণে যেই সকল প্রার্থী ইন্টারভিউ দিতে পারে নাই তাহাদের ইন্টারভিউ লইবার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আর যাহাদের গাফিলতিতে এই অন্যায় হইয়াছে তাহাদের চিহ্নিত করিয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় গাফিলতির ধারাবাহিকতা প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে না। 'সামান্য ভুল' উপেক্ষা করিয়া সংশোধনের ব্যবস্থা না করিলে বড় ধরনের ভুল ভয়ংকর পরিণতি সৃষ্টি করে, ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা।